নির্বান গাঁথা
আনিন্দিতা গুপ্ত রায়

ওদের সাথে কিছুক্ষণ ছিলাম আমি, কথাদের সাথে
সেই সমস্ত গড়িয়ে আসা নিটোল গল্পের শরীর
আমাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে পৌঁছে দিয়েছিল ঘুমের সুগন্ধে
মেঘ ভাঙা আলোয় বৃত্তে তীব্র রডোডেনড্রন
মন্ত্রোচ্চারনের শব্দে ফোঁটা ফোঁটা জলপ্রপাত

তুমি মহাকাব্যের পাতা থেকে তুলে আনছিল নক্ষত্রজন্ম
আর এক অন্ধকার পেরিয়ে অন্যতর দিকে
আগুন হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তোমার মুখের স্পষ্টতা
কত জন্ম ধরে, কত বসন্ত ধরে
ভুল পথে ভেতর আমি হারিয়ে ফেলেছি দিক্‌চিহ্ন

নিজের শরীরের ছায়া দীর্ঘ হতে হতে প্রতিবিম্বহীন
উড়ে পুড়ে ছাই হয়ে হয়ে
অতলস্পর্শী এই মৃত্যুফাঁদের পাশে
ডানাভাঁজ নতজানু বসেছি পূজায়, উপচারশূন্য
চীৎকার করে বলেছি- শোনো, ফিরে দ্যাখো-
এই সেই পুরাতন পাপ, যাকে আমি হৃদয়ে ধরেছি বলে
অন্ধ শ্রমণ একা ঘুরে ঘুরে মরেছি বৃথাই
ত্রান দাও, আলো দাও, পারো যদি নিরাময় দাও
আমি জানি সমস্ত পত আসলে সর্বনাশের দিকে
আর সেইখানে জমে আছে এত লোণা জল
কোনও বিনিময় নেই, স্মৃতিধার্য সমাপন নেই
তবুও সমূহ আকাঙ্খা গাঢ় হয়ে ছুঁয়ে আছে আকাশপরিধি
ঔদাসীন্য ছলে সেই তন্ময়তা দেখেও দেখোনি
আজ সেই সমস্ত কথকতার কাছে আমি ফিরে আসি
আসলে জন্মান্তর নেই, আসলে প্রকৃত পাওয়া নেই
এইসব রৌদ্রগন্ধ বনান্তর সবুজের লাবণ্য জড়িয়ে
কাঙালের মত শুধু কথা ভিক্ষা করি নিমফল জড়ো করি
ছেঁচে পিষে অমৃতে তিক্ত কষায় মাখামাখি করি
ঠোঁটের ভেতর জেগে ওঠে অন্য ঠোঁট, আর গান হয়
আর বৈশাখের দিকে ভেসে আসে অঘ্রানের আতপগন্ধ
জানি পরমান্ন রাঁধা হবে
তারপর নৈরঞ্জনা বয়ে যাবে বুকের ভেতর
শুধু অন্য কোনও নাম ধরে নির্বান দুয়ারে দাঁড়ালে...
তুমি তাকে দু-হাতে জড়াবে।

পরশুরামের কুঠার
তুষ্টি ভট্টাচার্য

রাতের অন্ধকারে সে জেগে ওঠে
লম্বা পা ফেলে
আকাশে ঝাঁপ দেয় দেহ
আহ্লাদের গড়াগড়ি
আকাশ ফর্সা হলে

নেমে আসে মৃতদেহ
ছাইগাদা খুঁজে ফেরে অলিতে গলিতে

আর কুঠারের ঘুম

আসছে চোখে শরীরের চারপাশে

পবিত্র মূর্খতা
দেবোজ্যোতি রায়

সন্ত্রাসটি বাহ্যতঃ সুস্থির। আকালপক্কতাহেতুটিকে যথেচ্ছ সংলাপ ছেড়ে দিলে ঠুনকোগুলি বাতাসে উড়ে যেতে থাকে। ঢেউগুলি পাড়ের দিকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল ও বিকারগ্রস্থ। অনুজ্জ্বলতারই কোনো বিকার থাকে না। বাতিস্তম্ভের মধ্যবর্তী তৈরাক্ত অংশে সে নিজেকে রাখে অসম্ভব দ্যুতিনী। কেরানি উদ্বেগটুকু ও এক পবিত্র মূর্খতা তাকে বাঁচায়। জীবনদান করে না।